এস্‌•এন্‌•প্রোডাকসন্সের নিবেদন

শরৎচন্দ্রের

মামলার ফল

13-7-56

এস্, এন্ প্রোডাক্সন্সের নিবেদন

শরৎচন্দ্রের

মামলার ফল

চিত্রনাট্য রচনা : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। পরিচালনা : পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। গীত রচনা : প্রণব রায়। চিত্রগ্রহণ : বিশু চক্রবর্ত্তী। শব্দ-ধারণ : নৃপেন পাল, দেবেশ ঘোষ, ভূপেন ঘোষ (বহির্দৃশ্যাবলী)। সঙ্গীত গ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনা : রবীন চট্টোপাধ্যায়। শিল্প-নির্দ্দেশনা : কার্ত্তিক বসু। ব্যবস্থাপনা : সুকুমার রায় চৌধুরী। সম্পাদনা : রবীন দাস। রূপসজ্জা : ত্রিলোচন পাল।

পরিস্ফুটনা ও মুদ্রণ : আর, বি, মেহতা।

• সহকারিগণ •

পরিচালনায় : প্রতুল ঘোষ ও বিশু বর্মণ। সঙ্গীত পরিচালনায় : উমাপতি শীল। চিত্র-গ্রহণে : কে, এ, রেজা ; নির্মল মল্লিক ও সৌম্যেন্দু রায়। শব্দ-ধারণে : শশাঙ্ক বসু ; মৃণাল গুহ ঠাকুরতা ; বলরাম ও বিষ্ণু পরিধা। সম্পাদনায় : মধুসূদন বন্দোপাধ্যায়। ব্যবস্থাপনায় : মৃদুল বন্দোপাধ্যায় ; কাত্তিক কয়াল ; বিজয় ; সুরেন ও রবি। রূপসজ্জায় : পঞ্চু দাস। স্থির চিত্রগ্রহণে : কেষ্ট পাইন। আলোক সম্পাতে : শৈলেন ; রামু ; প্রভাস ও কেষ্ট। দৃশ্য-সংস্থাপনায় : অনিল পাইন। পশ্চাৎপট-অঙ্কনে : এস, রামচন্দ্র।

প্রচার-পরিচালনায় : অনুশীলন এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড।

টেক্‌নিসিয়ান্স ষ্টুডিও ; ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ও রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে সংলাপ, ষ্টেন্‌সিল হপ্‌ম্যান্ ম্যাগ্‌নেটিক্ টেপ্ রেকর্ডিংএ সঙ্গীতাংশ এবং কিনেভক্স শব্দযন্ত্রে বহির্দৃশ্যাবলীর সংলাপ গৃহীত।

বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ লিঃ-এ পরিস্ফুটিত।

• কৃতজ্ঞতা স্বীকার •

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন ; শ্রীঅমল হোম ; শ্রীসুনীল কুমার বসু ; শ্রীবিশ্ব রঞ্জন পাল চৌধুরী ও বর্দ্ধমান রূপমহল সিনেমার কালটু বাবু।

যন্ত্র-সঙ্গীত : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা।

নেপথ্য কণ্ঠ-সঙ্গীত : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, শিবানী বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরতি মুখোপাধ্যায়।

• মুখ্য-চরিত্রে •

মলিনা দেবী, জহর গাঙ্গুলী, সাবিত্রী চট্টোঃ, অসিত বরণ, আমন্ত্রিত শিল্পী ছবি বিশ্বাস। এবং নবাগত কিশোর শিল্পী মাঃ অসিত কুমার ও দেবাশীষ।

অপরাপর ভূমিকায় : ভানু বন্দ্যোঃ, তুলসী লাহিড়ী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, প্রেমাংশু বসু, পঞ্চানন ভট্টাঃ, শিবকালী চট্টোঃ মন্মথ মুখোঃ, শৈলেন মুখোঃ, ধীরাজ দাস, বিপ্লব কুমার, অমল ভট্টাচার্য্য, রমেন চক্র, শিবাজী, মাঃ সতু, মাঃ বিভু ও সুখেন।

রেণুকা রায়, বাণী গাঙ্গুলী, চিত্রা দেবী, লক্ষ্মী দে, শিবানী, আভা মণ্ডল, গীতা সেন, ঝর্ণা বসাক, আরতি, মলি, বীণা, মীরা ও আরো অনেক।

একমাত্র পরিবেশক : **নারায়ণ পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড।**

২৫৮৬

শরৎচন্দ্রের

মামলার ফল

মা-বাপমরা মেয়ে সুবি বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ীতে পা দিয়েই জানতে পারলো—তার স্বামী শম্ভুর আর একবার বিয়ে হয়েছিল এবং ও-পক্ষের একটি ছোট ছেলেও বর্ত্তমান। এতে তার মন গেল বিষিয়ে; সে বায়না ধরল, যেখান থেকে সে এসেছে, সেই আদমপুরের মামার বাড়ীতে সে ফিরে যাবে। কিন্তু যখন সে তার মামাতো ভাই নবীনের মুখ থেকে শুনল, এ-ব্যাপারে তার শ্বশুরবাড়ীর কোনো দোষ নেই, তার মামা মামী জেনেশুনে ইচ্ছে ক'রেই তাকে আপদ বিদেয় করেছে, তখন সে গুম্ হয়ে বসে রইল—মুছে গেল তার মন থেকে মামার বাড়ী ফিরে যাওয়ার কথা।

সুবি তার শ্বশুরবাড়ীতেই রয়ে গেল বটে, কিন্তু বড়-জা গঙ্গামণির সঙ্গে তার বিরোধ বাধতে লাগল প্রতি পদে এবং প্রায় সব সময়েই এর উপলক্ষ হল তার সতীন-পো গয়ারাম। সুবি নাকি দু'পাতা লেখাপড়া শিখেছিল তার মামার বাড়ীতে, তাই তার দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল নিরক্ষরা গঙ্গামণি থেকে পৃথক। সুবির রান্না গয়ারামের ঝাল লাগে। সুবি জবাবদিহি করে, তরকারীতে দুটো লঙ্কা ফোড়ন না দিলে স্বাদ হবে কেন? এবং গয়ার জন্যে আলাদা ক'রেই রান্না করা উচিত। ছুরি দিয়ে কঞ্চির কলম কাটতে গিয়ে গয়ার আঙ্গুল গেল কেটে; কিন্তু গঙ্গামণি যখন এর জন্যে সুবিকেই দোষ দিয়ে বলল, ছুরিটুরিগুলো ছোটছেলের নাগালের বাইরে রাখা উচিত, তখন সুবি ভেবেই পেলনা, ছুরি-কাটারী-বঁটির মত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ কি ক'রে সাবধানে তুলে রাখা যায়।

এর পর সুবি যেদিন আলাদা ক'রে রান্নার ব্যবস্থা করল, সেই দিনই বোঝা গেল, শিবু-শম্ভুর একান্নবর্ত্তী পরিবারে দুই জায়ের অনৈক্যের ফাটল এমনই চওড়া হয়ে উঠেছে যে, দু'তরফকে আর বেঁধে রাখা যায়না এবং এরই ওপর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মত ছোট ছেলে গয়ারাম যখন কিছুতেই সুবিকে 'মা' বলে স্বীকার করলনা বরং উল্টে জেঠাইমাকেই নিজের 'মা' ব'লে জাহির করল, তখন দুই জায়ের মধ্যে বিরোধ উত্তাল হয়ে উঠে দ্রুত এগিয়ে গেল অবশ্যম্ভাবী পরিণতির পথে।

গ্রামের জমিদার চৌধুরীমশাই স্বয়ং উপস্থিত থেকে দুইভাইয়ের জমিজমা, স্থাবর অস্থাবর সব চুল চিরে ভাগ ক'রে দিলেন। থালি ভাগ হতে পেলনা একটি মাত্র বাঁশঝাড়টি; কাজেই চৌধুরী মশাই সাব্যস্ত করে দিলেন, ওটা এজমালিতেই থাকবে। শিবু-শম্ভু জমিদারমশাইয়ের এই রায় মাথা পেতে মেনে নিল বটে; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এই এজমালি বাঁশঝাড় নিয়ে প্রচুর বিরোধের উৎপত্তি হতে লাগল।

ভাগ বাটরা হওয়া সত্ত্বেও আরও একটি জিনিষ ভাগ হতে পেল না। সেটি হচ্ছে—শম্ভুর ও-পক্ষের ছেলে গয়ারাম। গয়ারাম হচ্ছে তার জেঠাইমার নয়নের মণি। তাকে তার সৎমা যতই আদর দিয়ে বাপুবাছা করে নিজের দিকে টানতে যায়, সে তত্তই ছট্‌কে চলে যায় তার জেঠাইয়ের দিকে।

ষষ্ঠীপুজোর জন্যে বাঁশপাতা পাড়াকে উপলক্ষ্য ক'রে দুই জায়ের ঝগড়া যখন দুই ভাইয়েতে সংক্রামিত হয়ে থানা-পুলিশ পর্য্যন্ত হবার উপক্রম, ঠিক সেই সময়ে অভুক্ত গয়ারাম উগ্রমূর্ত্তিতে দেখা দিল তার জেঠাইমার কাছে এবং ভাতের বদলে ফলার খেতে রাজি হল এই সর্ত্তে যে, ফলারের সঙ্গে থাকবে সুপক্ক

চাঁপা কলা এবং নলেন গুড়ের সন্দেশ। কিন্তু স্নানান্তে ফলার খেতে বসে গয়ারামের চক্ষে যখন ঐ দুটি বস্তুরই অভাব অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠল, তখন সে ফলারে পদাঘাত করেই ক্ষান্ত হ'লনা; সোজা ভাঁড়ারঘরে ঢুকে চ্যালাকাঠের সাহায্যে সমস্ত হাঁড়িকুঁড়ি ভাঙতে লাগল সোল্লাসে, যতক্ষণ না গঙ্গামণি তাকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে আহত হল। ব্যাপারটা এইখানেই কিন্তু শেষ হল না। গঙ্গামণির মামলাবাজ ভাই পাঁচুর চেষ্টায় থানা যে এ-ব্যাপারে তদন্তই হ'ল তা' নয়, মামলাও রুজু হয়ে গেল শ্রীমান গয়ারামের বিরুদ্ধে।

যে ছেলেকে শিশুকাল থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে, তারই বিরুদ্ধে নালিশ মোকর্দ্দমা করতে প্ররোচনা দেবার প্রবৃত্তি গঙ্গামণির ভিতর এল কি ক'রে, এটা সুবির কাছে একটা রীতিমত প্রহেলিকা বলেই মনে হল এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ্যা সুবির বঞ্চিত মাতৃহৃদয় সপত্নীপুত্র গয়ারামকে সর্ব্ববিধ অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে বদ্ধ পরিকর হয়ে উঠল এবং যখন তার কানে এল যে, গয়াকে দূরাঞ্চলে নাম ভাঁড়িয়ে গা-ঢাকা দিয়ে রেখে দেওয়া সত্ত্বেও তার সন্ধান পেয়ে পুলিস পেয়াদা নিয়ে পাঁচুর সঙ্গে তার বড় ভাসুর শিবু গেছে তাকে ধরতে, তখন সেই খবর পেয়ে সে আর স্থির থাকতে পারলো না; সেও শম্ভুকে নিয়ে ছুটল গয়াকে তার মাতৃহৃদয়ের মধ্যে আশ্রয় দিয়ে অপর পক্ষকে প্রতিহত করবার জন্যে।

বিচিত্র মানুষ, আর বিচিত্রতর তার মন! তাই বোধ হয় নিজের সব কাজের জবাবদিহি করতে মানুষ বার বার নিজের কাছেই হার মানে। নইলে, এক-রত্তি ছেলে গয়ারামকে কেন্দ্র করে শিবু আর শম্ভু, গঙ্গামণি আর সুবি যে ঘটনার জাল বুনে চললো, তার বিচিত্র পরিণতির কথা কি তারা নিজেরাই জানে?

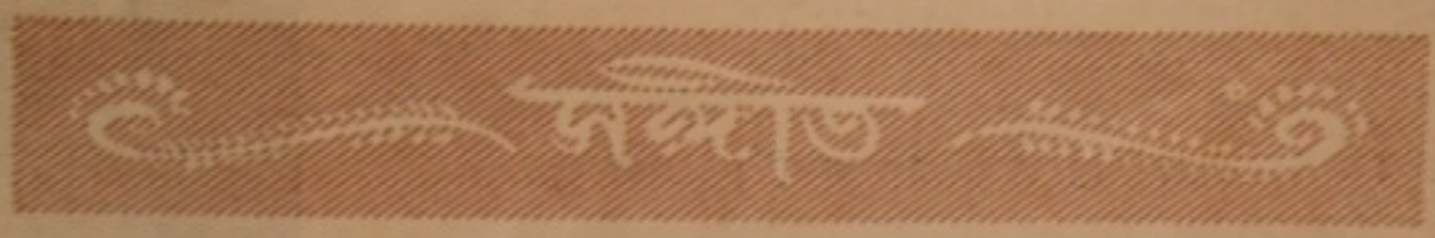

সঙ্গীত

১

দু'টি হিয়া যেথা এক হয়ে যায়,
আমি সেথা ফুলরাখী গো।
দু'জনারি মধু মিলন-বাসরে,
নিশি-জাগা আমি পাখী গো॥
পিউ পিয়া ব'লে আমি ডাকি মধুরে,
(আর) চাঁদ হ'য়ে বাতায়নে দেখি বঁধুরে,
স্বপন-জড়ানো নয়নে,
আমি প্রণয়েরি ছবি আঁকিগো॥
(আমি) বাজাই যে প্রাণে প্রাণে মোহন বাঁশী,
অধর কোণায় আমি সলাজ হাসি,
দু'জনারি ঘরে নিরালায়
মধু-যামিনীরে আমি ডাকি গো॥

২

কোন্ পাপে মোর এমন হল, বল দয়াময়।
কেন জনম আমার দুখের তরে, সুখের
তরে নয়?
তুমি ছাই দিলে মোর সকল আশায়,
ফুটল না ফুল শুক্‌নো লতায়,
জীবন আমার মোমের বাতি
পুড়ে হল ক্ষয়।
তুমি নাকি দয়াল ঠাকুর সবার ভাল কর,
আমার বুক ভাসালে চোখের জলে,
তোমার ভাল কেমন তর?
আমি কেঁদে কেঁদে বলব তবু,
এই কি তোমার বিচার, প্রভু,
বিনা দোষে এই জীবনে শাস্তি কেন হয়?

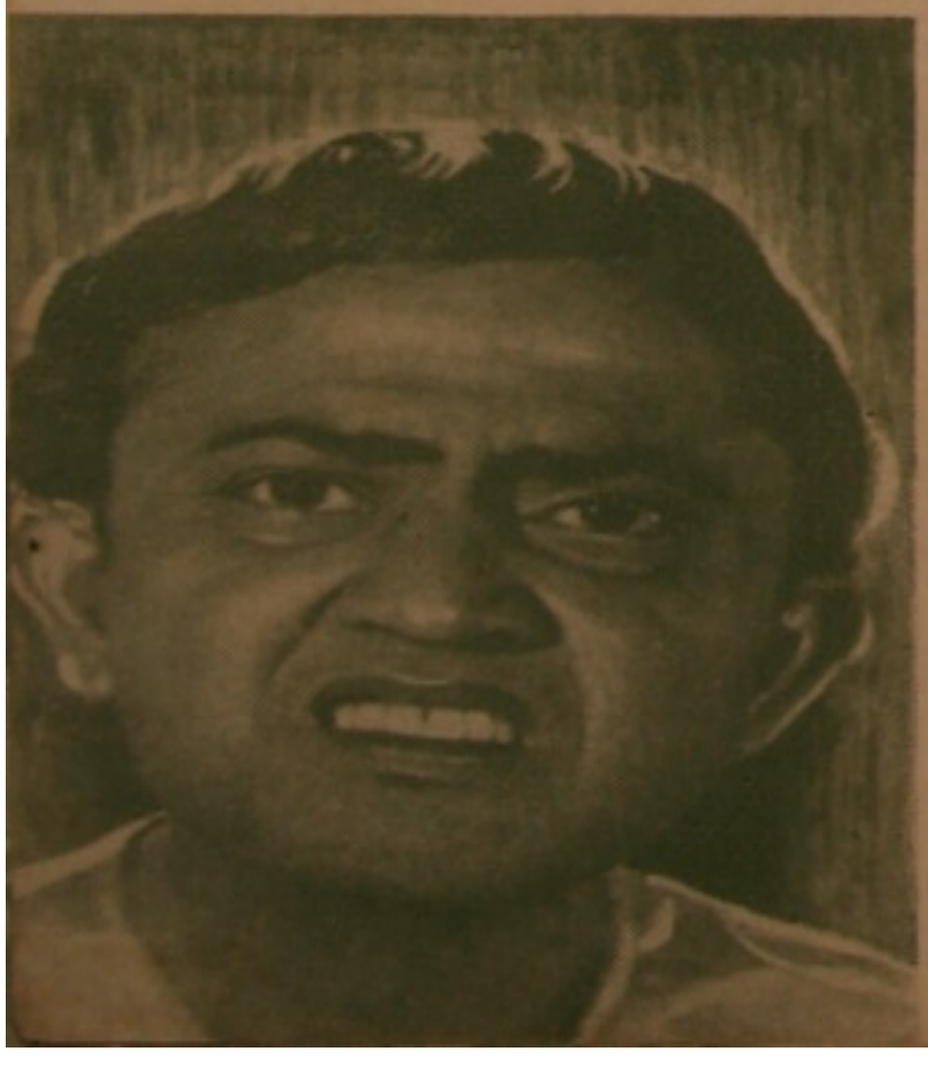

৩

(আহা) অতি চঞ্চল গোপাল আমার,
জানি সে চপল মতি,
(আমি) মূল্য ধরিয়া দিব গো তোদের
যা কিছু করেছে ক্ষতি।

(আমি মূল্য দেব, সকল ক্ষতির
মূল্য দেব,
আমি অমূল্য নিধি পেয়েছি বলিয়া
সকল ক্ষতির মূল্য দেব)
মিনতি করিগো ব্রজবাসী
তোরা ক্ষমা কর যশোদায়
বড় অভিমানী গোপাল আমার
বলিসনে কিছু তায়।

জানি অনুক্ষণ করে জ্বালাতন
সেই সে রাখাল রাজা
(আহা) মায়ের পরানে দ্বিগুন বাজিবে
দিস যদি তারে সাজা॥

(আহা) দিসনে সাজা, সেই রাখাল রাজায়
দিসনে সাজা,
তার ননীর সঙ্গে বাজবে ব্যথা
রাখাল রাজায় দিসনে সাজা)

৪

যশোমতি মাগো আমায়,
এবার বেঁধে রাখো।
তোমায় ফেলে দস্যি ছেলে,
আর পালাবে নাকো॥

যে সাজা হয় দাওনা আজি,
মাগো আমি সইতে রাজি।
স্নেহের রশি হয়ে তুমি,
আমায় ঘিরে থাকো॥

৫

স্বপনে দেখেছি গিরি,
উমা কাঁদে মা বলে।
(তার) অভিমানে মুখখানি
ভেসে গেছে আঁখি জলে॥

শারদ শেফালী হাসে,
উমা কোন পরবাসে,
যাও তারে এনে দাও
অভাগী মায়ের কোলে॥

সন্তান-হারা ঘরে
মা হ'য়ে কেমনে রই?
তুমি যে পাষাণ গিরি,
আমি তো পাষাণী নই॥

(তার) মা বলা শোনার তরে
পোড়া মন কেঁদে মরে,
বুঝিলে মায়ের ব্যথা
পাষাণও যে যেত গলে॥

নারায়ণ পিকচার্স লিঃ-র পরিবেশনায়

ছায়াসঙ্গিনী

শ্রেষ্ঠাংশে : মঞ্জু দে, অনুভা গুপ্তা, বসন্ত, ছবি, সুপ্রভা, বাবুয়া জহর গাঙ্গুলী। আলোকচিত্র ও পরিচালনা : বিভূতি ঘোষ।

শ্রীশ্রীমা

নাম ভূমিকায় : অনুভা গুপ্তা। ঠাকুরের ভূমিকায় : গুরুদাস। পরিচালনা : কালিপ্রসাদ ঘোষ। সুর : অনিল বাগচী।

মর্ত্যের মৃত্তিকা

শ্রেষ্ঠাংশে : বিকাশ রায়, সন্ধ্যারাণী, রবীন মজুমদার। পরিচালনা : সুধীর মুখার্জী। সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়।

বড়মা

নীরেন লাহিড়ীর পরিচালনায় 'কলরূপা'র দ্বিতীয় নিবেদন। কাহিনী ও সংলাপ : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত : পবিত্র চট্টোপাধ্যায়। শ্রেষ্ঠাংশে : সুমিত্রা, সন্ধ্যা, বিকাশ প্রভৃতি।

শরৎচন্দ্রের বাল্যস্মৃতি

দরদী কথাশিল্পীর অভিনব জীবনালেখ্য। পরিচালনা : সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে প্রস্তুতির পথে।

শিল্পী

প্রধান দুটি চরিত্রে : সুচিত্রা সেন ও উত্তম কুমার। পরিচালনা : অগ্রগামী। সুর : রবীন চ্যাটার্জী।

আগামী কয়েকটি অবিস্মরণীয় অবদান

নারায়ণ পিকচার্স লিমিটেড, ৬৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।